Swapno, Othoba by Ashapurna Debi

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

স্বপ্ন, অথবা

আশাপূর্ণা দেবী

ঘন্টা পাঁচ-ছয় ধরে গাড়ির অনেক তেল পুড়িয়ে, শহরের এই পুজোর মরশুমে অফুরন্ত সৌন্দর্যময়ী শাড়ির বাজারটি প্রায় চষে ফেলে, সর্বাণী যখন তার সেই পছন্দসই শাড়িভরা বাক্সদের গাড়িতে তুলিয়ে, নিজেও গাড়িতে উঠে গুছিয়ে বসল, তখন তার মুখে চোখে যে বিজয় গৌরবের আনন্দের ঝিলিক, তার তুলনা দিতে হলে বলতে হয়, প্রায় সাগর ছেঁচে মানিক তুলে আনতে পারার তুল্য। উঠতে বসতে 'টায়ার্ড হয়ে যাওয়ায়' অভ্যস্ত সর্বাণীর এখন মুখে চোখে বসবার ভঙ্গিতে, কোথাও ক্লান্তির লেশমাত্র নেই!

গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করে মধুঝরা কণ্ঠে বলে উঠল, ''মুখার্জি! এবার সোজা—বাড়ি! ....''

কিন্তু হঠাৎ এ কী হল?

মিনিট দেড়েক গাড়ি চলার পরই সর্বাণীর ডুকরে ওঠা আর্তস্বর গাড়ির মধ্যে যেন আছড়ে পড়ল, ''ব্যাগটা? ব্যাগটা কই? মুখার্জি। শিগগির গাড়ি ঘোরাও! শিগগির—যত তাড়াতাড়ি পার—সেই শেষ দোকানটায়!...এখনও গিয়ে পড়লে হয়ত—আঃ চালিয়েই চলেছ কেন? ব্যাক করো—''

মুখার্জি একবার তাকিয়ে দেখল!

কাঁটাগাছ সঙ্কুল অরণ্যের মতো বহুবিধ গাড়িসঙ্কুল রাস্তার এই মোক্ষম মোড়টা থেকে গাড়ি ব্যাক করা? ...অসম্ভব।

নিজেকেই একটু ব্যাক করে ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, ''আরও কিছু কেনার ছিল বুঝি?''

''কেনার আবার কী থাকবে? দেখলেই তো প্রায় ঝুলি ঝেড়ে শেষ শাড়িখানার দাম দেওয়া গেল! চেনা দোকান নয় বলে চেক নিতে চাইল না! আর কিছু কেনা-টেনার কথা নয়। আমার ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছি না। নির্ঘাৎ ওদের কাউন্টারে ফেলে এসেছি। ইস্ এতক্ষণে হয়ত হাপিস হয়ে গেল! ওঃ মুখার্জি! প্লিজ গাড়িটা ব্যাক করো—''

কথাটা প্রায় হাহাকারের মতোই শোনাল। তবু হৃদয়হীন মুখার্জি নামের লোকটা কিনা আত্মস্থ ভাবে বলল, "ব্যাক করা যাবে না। পুরো গোলপার্কটা চক্কর না দিয়ে বেরোনো যাবে না।"

"ওঃ মুখার্জি! সে তো প্রায় আধমাইল রাস্তা! ততক্ষণ থাকবে সেটা? এই পুজোর বাজারে তো যতসব পকেটমারদের দল বেরোয়।"

তথাপি মুখার্জি বলল, "টাকা তো বেশি ছিল না বলছেন? তাহলে আর—"

"বেশি ছিল না ছেড়ে, কিছুই ছিল না। ...কিন্তু ওই ব্যাগের মধ্যে যে আমার যথা সর্বস্ব মুখার্জি। আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেকবই, বাড়ির সমস্ত চাবি, মায় ব্যাঙ্ক লকারের চাবি পর্যন্ত, পুরো গোছাটাই ছিল! আমার প্রেসক্রিপশন, নতুন ফ্রিজটার গ্যারান্টি কার্ড ...কী নয়? সব! মুখার্জি! গাড়িটাকে জোরেই চালিয়ে নিয়ে চল তাহলে—"

"জোরে চালাবার উপায় নেই।" আস্তে আস্তে চালাতে চালাতেই অবাক হওয়া গলায় মুখার্জি বলে, "এত সব ওই আপনার ভ্যানিটিতে ভরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?"

"বেরোব না? বেশিক্ষণের জন্য বেরোলে, তাই তো করি! বাড়িতে তো থাকার মধ্যে ওই একটা করে কাজের মেয়ে! ...তাও নিত্যি নতুন! কার মনে কী আছে, কার পিছনে কোনও গ্যাং আছে কিনা, জানা থাকে? চাবির গোছাটি একবার হাতে পেয়ে গেলে, কী না করতে পারে ভাবো?"

"তা বটে।"

অতএব ভাবতে ভাবতেই গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে চলতে হয় তার চালককে! মনিবানি যখন তাঁর নিজস্ব দুর্ভাবনার ভার তার উপর চাপালেন দয়া করে, সেই দয়া-ছেদ্দার মানটা তো রাখতে হবে!

সত্যি বলতে—সর্বাণী তার বরের অফিসের মাধ্যমে পাওয়া, এই সৌম্য চেহারার, ভদ্র শিক্ষিত সুরুচি সম্পন্ন ড্রাইভারটিকে বেশ সমীহর চোখেই দেখে।

যত অনায়াসে আগের সেই রোগা হ্যাংলা আধবুড়ো ড্রাইভারটিকে "সুশীল সুশীল" বলে নাম ধরে ডাকত, একে তা পারে না। বয়সে সর্বাণীর থেকে বোধহয় দু'চার বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও। অতএব ওই পদবি ধরে ডাকা।

তাছাড়া নামটাও তো একটু শক্তপোক্ত। ডাকা আয়াসসাধ্য। তবে মুখার্জিও সেই সমীহ রাখে। কখনও আপন পরিচয়ের সীমানাটা ডিঙিয়ে ফেলে না। যা বলে আস্তে আস্তেই! সেই ভাবেই বলল, "সেটা আপনার ওই সাইড ব্যাগের মধ্যে রাখেননি তো?"

"সাইড ব্যাগের মধ্যে? পাগল না কি? ও থেকে তো একটু ভিড়ের ঠেলাঠেলির

মধ্যে সব কিছুই চট করে তুলে নেওয়া যায়। ...পার্স ভ্যানিটি ব্যাগ আমি কখনও সাইড ব্যাগে রাখি না। সবসময় হাতে ধরে রাখি। ওটাই হচ্ছে সব থেকে সেফ!"

আপন সাবধানতা গর্বে গরবিনী সর্বাণী, এখন একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "আজই যে কী হল হঠাৎ। ...খুব মনে পড়ছে, কাউন্টারের ওপর একবারটি নামিয়ে রেখে বোধহয় সাইডব্যাগটাই ঠিক করে নিচ্ছিলাম। তারপরই নেমে আসি দোকান থেকে।...আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি গিয়ে পড়লে হয়ত পেয়েই যাব!"

কল্পনার চোখে বোধহয় দেখতেই পায় সর্বাণী, গাড়িখানা খ্যাঁচ করে সেই দোকানটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, সর্বাণী হুশ করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। দোকানের সামনের দুটো সিঁড়ি টপ করে টপকে ঢুকে পড়ে। একদম কাউন্টারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল সেই পরম প্রার্থিতটিকে!

কিন্তু হায়! ট্রাফিক আইনও কী এমন বেয়াড়া! ফিরে এসে আর দোকানের দরজার সামনে এসে হাজির হওয়া হল কই? ...

গাড়িকে দাঁড় করাতে হল, রাস্তার ওপারে বিপরীত ফুটপাথের সামনে। তাও এমন জায়গায়, যেখান থেকে, গাড়িতে বসে সামনের দোকানটার ঠিক ভিতরটা সোজাসুজি দেখা যায় না! ...

অথচ—এখন এই বেলা পড়ে আসা সময়, যখন রাস্তায় অফিস ফেরত গাড়ি-টাড়ির নিশ্ছিদ্র মিছিল, তখন রাস্তা পার হতে যাওয়া তো বিপজ্জনক!

মুখার্জি বলল, "আপনি থাকুন। আমি যাচ্ছি। দেখি গে। অবশ্য পাওয়া যাবেই এমন আশা না রাখাই ভাল।"

এখন সর্বাণীর হতাশ স্বর। "তেমন আশা রাখছি না। তবে অঘটন তো আজও ঘটে! ...কিন্তু তুমি চিনতে পারবে তো ব্যাগটা? চকোলেট কালার, বাটনটা সোনালি—"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়ছে। বুঝতে পেরেছি—" বলে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে মুখার্জি। এবং চলমান গাড়ির স্রোতের আড়ালে হারিয়ে যায়! ...পরবর্তী দৃশ্য আর কিছুই দেখতে পায় না সর্বাণী জানলা দিয়ে, শরীরের প্রায় আধখানা বাইরে ঠেলে দিয়েও!

কিন্তু অঘটন যে আজও ঘটে, তার প্রমাণ মিলল হাতে হাতে! কাউন্টারে বসে থাকা ভদ্রলোক ব্যাগ-এর 'বিবরণ' শোনার আগেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি! কালার ফালার দেখিনি, ভিতরে কী আছে তাও দেখিনি, চোখে পড়তেই ড্রয়ারে তুলে রেখেছি!"

বলে ড্রয়ার খুলে জিনিসটা বার করে বাড়িয়ে ধরে বলেন, "যেই আপনারা

দুজনে দোকান থেকে নেমেই রাস্তায় পা দিলেন, সেই চোখে পড়ল! কিন্তু তখন তো ডাকা বৃথা! কানে ঢুকবে না। যা শব্দ—"

'আপনারা দুজনে'! এই শব্দটা যেন হঠাৎ একটা অস্বস্তিবোধের শিহরণ এনে দিল!

ইস! কী অন্যায়!

ভদ্রলোক নির্ঘাৎ একটা ভুল ধারণা করে বসে আছেন। আবার যদি এ দোকানে আসতে হয়। কী হবে।

কিন্তু ভুলটা ভাঙাতে যাবার চেষ্টাই বা করা যায় কোন প্রসঙ্গে? এত সময়ইবা কোথায়? অতএব বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে!...আর সেই মুহূর্তে—আরও একবার অনুভব করল সে সত্যিই 'অঘটন আজও ঘটে'। কখনও কখনও ভীষণ অভাবনীয় ভাবে ঘটে।

তা নইলে দেকান থেকে নেমে রাস্তায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করে ফেলে, তার সঙ্গেই দোকানের মধ্যেকার কোনও প্রান্ত থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে, একেবারে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে আসানসোলের অনন্যা!

সত্যিকার অনন্যা! একেবারে রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে! ...সেই কপালের উপর ঝুরো ঝুরো উড়ু উড়ু চুলের ঝিরঝিরানি। ...সেই ভুরুর উপর একটা নিকষ কালো তিল!

সেই তার চির চেনা, চির আকাঙ্খিতা, আর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। আসানসোলের ডাকসাইটে দাপুটে মেয়ে অনন্যা ঘোষ! আসানসোলের বেশ বিখ্যাত হার্ডওয়ার মার্চেন্ট সত্য ঘোষের একমাত্র কন্যে, সবেধন নীলমণি! ...

কিন্তু তার সেই দাপটটা কী শেষ পর্যন্ত তেমন কাজে লেগেছিল?

শৈশবে মা-মরা মেয়ের বাপের কাছে যা কিছু দরকার থাকত সবই পিসির মাধ্যমে! ......"পিসি তোমার পূজনীয় দাদাকে বলে দাও, পাড়া সুদ্ধ সবাই যাত্রা দেখতে যাচ্ছে, সত্য ঘোষের মেয়েও যাবে। এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তাতে! ..." "পিসি বাবাকে বলে দিও, মেয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বলে যেন নাচানাচি না করেন। ...ইচ্ছে করলে সবাই ফার্স্ট হতে পারে।" ..."পিসি ডাংগুলি খেলাটা মেয়েদের জন্য নয়, একথা কে বুঝিয়েছে তোমার দাদাকে? বলে দিও, ওটা ভুল শিক্ষা। ..."

এই রকমই চালিয়ে এসেছিল। ...ঠেক খেল, মহামোক্ষম সময়টিতে।

যখন বাবার কান বাঁচাবার চেষ্টা মাত্র না করে বলল "পিসি তোমার দাদাকে বলে দাও, মেয়ের জন্যে হিরের টুকরো পাত্র খুঁজতে বসতে হবে না। তাঁর মেয়ে

গাঙ্গুলি জ্যাঠার ভাগ্নে সুভোটাকে বিয়ে করবে ঠিক করে রেখেছে—" তখন সত্য ঘোষ যেন ধেই ধেই করে নেচে উঠল। ..."কী বললি? কী বললি ধিঙ্গি অবতার! গাঙ্গুলিদার ওই চালচুলোহীন তিনকুলে কেউ নেই, জ্ঞাতি মামারবাড়ি পড়ে থাকা ভাগ্নেটা? একেবারে নিজেই ঠিক করে রাখা হয়েছে? বলি তুই এতখানি লায়েক হয়ে বসে আছিস?"

অতঃপর আর পিসির মাধ্যম নয়, সরাসরিই চাপান-উতোর, "লায়েক হয়ে বসেছি কই বাবা? হতে এখনও নাকি একবছর বাকি। তাই তো—বলে কয়ে পারমিশন চাইছি!"

"পারমিশন চাইছ? ঠিক করে ফেলে পারমিশন! আমি আমার একমাত্তর, আমার সর্বস্ব অধিকারিণী রূপে-গুণে আলো করা মেয়েটাকে ওই-ওই বেকার হতভাগাটার হাতে তুলে দেব?"

"বেকার হতভাগা কি আর চিরকাল থাকে মানুষ বাবা! সেও কিছু কম আলো করা নয়! ...বি এ অনার্স পাশের রেজাল্টটা জেনেছ? আর চেহারাখানাও তো দেখছ আজন্ম—"

বাপ অবশ্য চিরকাল মেয়ের বাকভঙ্গিতে ক্ষণে ক্ষণে চমকায়, তবু এখন এই প্রসঙ্গে এই বাকভঙ্গিতে তাঁর আপাদমস্তক পেটের পিলেটা পর্যন্ত চমকে গেল। তবে গেলেও বরাবরের নিয়মে মেয়ের কাছে নতিস্বীকার করল না।

অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে উঠে বলল, "রেজাল্ট নিয়ে ধুয়ে জল খাব আমি? আর চেহারা? বেটাছেলের আবার 'চেহারা'! রোজগার না করতে পারলে তো রাঙামুলো!"

"বাবা!"

"কী?"

"ও কখনও রোজগার করতে পারবে না এ কথা কোন গণৎকার বলে গেছে তোমায়? ধৈর্য ধরে থাক না কিছুদিন।"

"চমৎকার! এখন ধৈর্য ধরতে বসি, আর হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া লক্ষ্মী হাতছাড়া হয়ে যাক। কী একখানা সম্বন্ধ এসে গেছে তা শুনেছিস ভাল করে? পিসির কাছে শুনিস! বাপের একমাত্র ছেলে। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার! ...আমেরিকায় বিশ-বাইশ হাজার, নাকি আরও বেশি টাকা মাইনের চাকরি, দশ দিনের ছুটি নিয়ে দেশে আসছে। বিয়ে করেই বউ নিয়ে ফিরবে। ফিরবে একেবারে উড়ো জাহাজে চেপে। ...বলি বাপের জন্মে কখনও আকাশে উড়েছিস?"

"ওঃ। তার মানে তুমি তোমার এই চিরকালের ঘাড়েচড়া বোঝাকে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে, নিজে হাত-পা খেলিয়ে বাঁচবে। কেমন? ...ও আশা ছাড়। আমার

অত আকাশে ওড়াউড়িতে কাজ নেই! মাটিই ভাল! ...ওই সুভোকেই জামাই করা ছাড়া গতি নেই তোমার!"

বাবা ছুটে উঠোনে নেমে কল খুলে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে খানিক জল দিয়ে বলে উঠল, "পঞ্চি! কী মেয়ে মানুষ করেছিস? অ্যাঁ?"

পঞ্চি অনায়াস উপেক্ষায় বলে, "মানুষ করার দোষ দিও না দাদা! বনমানুষকে মানুষ করা সোজা নয়। তার উপর আবার তোমার এলাহি আস্কারা! নিমগাছ পুঁতে কি আম চাইবে তুমি?"

সত্য ঘোষ কাতর স্বরকে আবার গর্জনে তুলে, মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "খুব তো এক তরফা ডিক্রি দিচ্ছিস লক্ষ্মীছাড়ি! বলি গাঙ্গুলিদা যদি তার ওই মুখুজ্যের পো ভাগ্নেটাকে ঘোষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে না চায়?"

"ওঃ। না চায়?"

'লক্ষ্মীছাড়ি' অনায়াস অবলীলায় অবজ্ঞার গলায় বলে উঠল, "চাইবে না! ওদের ঘাড় চাইবে! এখন আবার অত জাতপাতের ব্যাপার আছে নাকি?"

বিজয়িনীর মতো সরে যায় ঘটনাস্থল থেকে, ...ওই জাতপাতটা থাকলেই বা কী? সে তো আজন্মকাল সেই মুখুজ্যের পো-টিকে শাসিয়ে এসেছে, "অ্যাই! মনে রাখিস আমি ছাড়া আর কেউ তোকে বিয়ে করতে পারবে না। ...কার্যকালে যেন ভ্যাবলার মতো মামা মামির বাধ্য ছেলে হয়ে বামুনের ঘর বাছতে বসিস না। তুই 'আমার জিনিস'! এটা মনে রাখবি। ব্যস! ..."

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি সেই দাপটটি রাখতে পেরেছিল সত্য ঘোষের মেয়ে অনন্যা ঘোষ? বাপের আবিষ্কৃত সেই হিরের টুকরোটির সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধে হুশ করে উড়ে যায়নি আকাশে?

তারপর আর কী?

জগদীশ গাঙ্গুলির চিরকাল ঘাড়ে পড়ে থাকা সেই বেকার ভাগ্নেটা মামার বাড়ির ছাতে বসে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে তাকিয়ে মনশ্চক্ষে দেখে চলেছিল তার চিরদিনের ভালবাসাটি আকাশগঙ্গায় ভাসতে ভাসতে কোন দিগন্তে পাড়ি দিল। তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দাপটটা হার মানল কী করে?

সে এক হাস্যকর ইতিহাস।

সত্য ঘোষ এক বোতল ফলিডল এনে মেয়ের নাকের সামনে নাচিয়ে নাচিয়ে বলেছিল, "এই দেখে রাখ। আমার মুখ হেঁট করে ওই দুর্লভ পাত্তরটিকে যদি নাকচ করো, তাহলে পুরোটা গলায় ঢালব।"

গাঙ্গুলির ভাগ্নের কানে পৌঁছল কথাটা। সে একসময় নির্জনে ডেকে বলেছিল, "অনু, একটা বেয়াড়া জেদ আঁকড়ে ধরে, পিতৃঘাতিনী হোসনে। দোহাই তোর!"

অনু একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলেছিল, ''শুধু বেয়াড়া জেদ। ঠিক আছে! তো তুইও একটা বেয়াড়া জেদ ধরে সাতদিনের মধ্যে মস্ত একটা কিছু হয়ে উঠে সত্য ঘোষের মুখের মতো জবাব দে না দেখি? তা হলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়!''

সাতদিনের মধ্যে মস্ত একখানা কিছু হয়ে পড়া? হেসে ফেলবার মতোই কথা! না হেসে পারা যায়নি। অতএব আরও আগুনঝরা ধিক্কার, ''অন্তত জবরদোস্ত একটা লটারির ফার্স্ট প্রাইজ বাগিয়ে লাখ-দু লাখপতিও হয়ে পড়া যায়। টাকাটাই সার বোঝে যখন সবাই! পারিস না?''

তখন কষ্টে হাসি চেপে বলতে হয়েছিল, ''রাতারাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপখানা পেয়ে গেলে পারা যায় বটে! রেগে যাচ্ছিস? কী আশ্চর্য!''

...সেই শেষ দেখা!

তারপর?

সেই নির্জন ক্ষণের বছর পাঁচেক পরে, দুজনে সহসা এই জনাকীর্ণ রাজপথে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখা!

তবে একজন অবশ্য অন্যজনকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিল! দেখেই চলেছিল। যখন দেখছিল অপরজন একা নয়, তখন যাকে বলে নির্নিমেষ নেত্রে সেও তাকিয়ে ছিল। বৃহৎ দোকানটার অপরপারের একটা কাউন্টার থেকে! ...

হয়ত বসে থাকার ছুতোও ঠিক করেছিল একটা। ...'দুর্লভ মার্কা' একখানা শাড়ি চেয়ে বসে, বস্তা ভর্তি শাড়ি নাড়ছিল।

কিন্তু অতঃপর যখন দেখল ওরা দোকান থেকে নেমে গেল, আর ওদিকের কাউন্টারে বসে থাকা বয়স্ক দোকান কর্মচারীটি আর্তনাদ করে উঠল, ''অ্যাই দ্যাখো কাণ্ড! ব্যাগ ফেলে গেলেন! ...এক্ষুনি আসতে হবে ছুটতে ছুটতে—'' তখন অনন্যা উঠতে গিয়েও উঠল না, নতুন একটা 'ছুতো' আবিষ্কার করে বসে থাকল।

তারপর আর কী? ...

দু'জনের মধ্যে একজনকে সেই 'ছুটতে ছুটতে আসতে দেখেই ছুতো-র মুড়ো মেরে দিয়ে উঠে পড়ে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হওয়া সেই অপরজনের সঙ্গে!

এক মুহূর্ত একটু বিহ্বলতা।

একজন অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ''অনু! তুই এখানে?''

অন্যজন সেভাবেই বলল, ''যাক! দেখা হল তাহলে শেষ পর্যন্ত!''

দু'জনেই যেন বিস্মৃত হয়ে গেল এটা রাজ-রাস্তা! ...শুধু একটু সরে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল!

তারপর মৃদু সংলাপ বিনিময়। ...

''দেখার চেষ্টা ছিল তাহলে?''

''এই কথা বলছিস? তা তোর উপযুক্ত কথাই বলেছিস! অথচ আমি ...''

একটু থেমে বলল, ''বাবা মারা যাওয়ার খবরে চলে এসে, তিন সপ্তাহ পড়ে থেকে কেবল আশা করে মরেছি, হয়ত তুই এসে পড়বি খবরটা শুনে।''

''সত্য মামা মারা গেছেন?''

''আশ্চর্যের আর কী আছে? তখনই দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল! ...সেই অবধি আর আসানসোলে আসিসনি বুঝি?''

''না। কার কাছে আসব?''

''আমাদের সেই বুড়ো বটগাছটা তো ছিল! আছেও, আমি তো যে কদিন থেকেছি, রোজ একবার করে, আশ্চর্য! সম্পর্কটা একেবারে মুছে ফেলেছিস? পাড়ার লোক কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারল না। তোর মামা-মামি পর্যন্ত না! বলে সেইবার চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় গিয়েছিল এই পর্যন্ত জানা। আর জানি না। ...পাড়ার ছেলেগুলো পর্যন্ত এমন হয়ে গেছে। যেন কেউ কখনও সৌভাগ্য মুখার্জি নামটাই শোনেনি।''

''তা সত্যিই তো। শোনেনি। শুনেছে! হতভাগা মুখুজ্যের ...নামটাতো গার্জেনদের তামাসার দৃষ্টান্ত। সেই কানাছেলে আর পদ্মলোচন!''

''এখন আর সে কথা বলছিস কেন? এখনতো—দেখছি সত্যিই পদ্মলোচন!''

''দেখছিস? কী দেখলি তুই এই এক মিনিটে?''

''দেখার মতো চোখ থাকলে এক মিনিটেই সব কিছু দেখে ফেলা যায়! ...সুন্দরী গিন্নি, পদ্মিনী গাড়ি, শাড়ির দোকানে টাকার বৃষ্টি! এদের সঙ্গে মানানসই একখানা ছবির মতো ফ্ল্যাট! ...আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপখানা তাহলে পেয়েই গেছিস? একটু লেট-এ পেলি এই যা। তা যাক গে পেয়েছিস তো! দেখে বড় আনন্দ পেলাম। তুই আমার চিরকালের প্রাণের বন্ধু!''

সৌভাগ্য মুখার্জি নামের লোকটা কি চিৎকার করে উঠবে, ভুল! ভুল! সব তোর ভুল দেখা অনু! চিৎকার করে ওঠা সম্ভব এই জন-অরণ্যের মধ্যে! একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় বোকার মতো বলে উঠল, ''মহিলাটিকে দেখে কি ওঁকে আমার গিন্নি বলে মনে হল তোর?''

''ন্যাকা সাজিসনে বাবা! গিন্নি ভিন্ন কে কার এমন মন প্রাণ সঁপে খিদমদগারি করে রে? তিনি ব্যাগ ফেলে গেলেন, তুই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলি খুঁজতে! অন্যের গিন্নির জন্যে? ...চেপে যেতে পারিস, কেন? লজ্জাটা কী? ...তোর সুখ দেখলে তো আহ্লাদই হচ্ছে, সত্যি বলতে সেই সাত সমুদ্দুর পারে বসে কেবলই ভেবে মরি কী জানি 'বুদ্ধুটা' এখনও আগের মতো বুদ্ধুই আছে কিনা! তা হতেও

পারে। হয়ত—আমার সেই ছেলেমানুষী আদেশবাণীটি পালন করতে—ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো—কেবল মাত্র 'আমার জিনিস' হয়ে বসে আছে। হয়ত—"

সৌভাগ্য তো চেঁচিয়েই উঠল, "আমি আছি, তাই আছি! সেইরকম বুদ্ধুই আছি অনু!"

চেঁচিয়েই উঠল!

তবে নিরুপায় সেই চেঁচানিটা কেউ শুনতে পেল না, এই যা! অথচ ও চেঁচিয়েই চলেছে, "ক্যাসাবিয়াঙ্কা কি শুধুই ছেলেমানুষীর প্রতীক অনু?"

কিন্তু অনু তো সেটা শুনতে পাচ্ছে না। তাই সে হঠাৎ বলে ওঠে, "আমার জন্যে ঘণ্টাখানেক সময় দিতে পারবি সুভো! কোনওখানে একটু বসে, দুটো সুখ দুঃখের কথা কই।"

যখন বলছে, তখন হতভাগ্য সৌভাগ্য তার নিয়তির ঘণ্টা শুনতে পায়। ... অতি পরিচিত হর্নটা ঘন ঘন বেজে চলেছে—অধৈর্য স্বরে। বোঝা যাচ্ছে সর্বাণী নামের সেই ধৈর্যহীন মহিলাটি আর স্থির থাকতে পারছেন না! নিয়তিতাড়িত সৌভাগ্য মুখার্জি বাধ্যতাড়িত পশুর মতো উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে "ঘণ্টাখানেক? তাতে আর কটা কথা হবে? ... তুই আমায় তোর এখানের ঠিকানাটা দে অনু! অনেক অনেকগুলো ঘণ্টা পেতে পারবি!"

"ঠিকানা? এখানের?"

অনু একটু হাসল। "এখানের ঠিকানা নিয়ে আর কী করবি? রাতের ফ্লাইটেই তো চলে যাচ্ছি! ...তবু ভাবছিলাম ঘণ্টাখানেক সময় যদি ম্যানেজ করা যায়।"

"চলে যাচ্ছিস? আজই?"

"টিকিটের ব্যবস্থা তো সেরকমই। তবে—" ...একটু থামল। কপালের উপর ওড়াউড়ি করা ঝুরো চুল কটাকে ঠেলে উপর দিকে তুলে দিয়ে বলল— "কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও অবশ্য ঠিক করে রেখেছিলাম, চুলোয় যাক টিকিট! তোর সঙ্গে একবার মোলাকাত না করে এক-পাও নড়ছি না। দেখার পর ঠিক করব আদৌ ফিরব, না থেকেই যাব! সত্য ঘোষের পেল্লায় বাড়িখানা তো পড়েই আছে। ...তা দেখাটা যখন হয়েই গেল। দেখলাম বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই আছিস, ফিরেই যাই! ...একটা হতভাগা তো হা পিত্যেশ করে বসে আছে আমার জন্যে! মোদো মাতাল আর মেয়ে হ্যাংলা যাই হোক, লোকটা আমায় সত্যিই ভালবাসে। প্রায় প্রাণতুল্য! ওইটুকুর জন্যেই টিকে আছি। ...আচ্ছা চলিরে—আর কখনও দেখা হবে কি না কে জানে..."!

চলে গেল—গোটা কয়েক 'স্কেচে' নিজের সমগ্র জীবনছবিখানি ফুটিয়ে তুলে। ...কী অনায়াস অবলীলায়, কী সরল সহজতায়। অথচ সৌভাগ্য মুখার্জি, অথবা

সুভো, ছুটে গিয়ে বলে উঠতে পারল না হ্যাঁ, হ্যাঁ। চুলোয় যাক তোর টিকিট অনু। চল আমরা এক্ষুনি চলে যাই আমাদের সেই বুড়ো বটগাছতলাটায়। যেখানে সেই একদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি। আবার এখন তেমনই—নাঃ বলে উঠতে পারল না। এমন কি একথাও বলে উঠতে পারল না, অনু, তুই যা কিছু জেনে যাচ্ছিস ভাবছিস, তার সবটাই ভুল। সব মিথ্যে সব ফাঁকা। আমি 'কেউ না' 'কিছু না' আসানসোলের সেই বেকার বাউন্ডুলে সুভোটা। আমার সম্বলের মধ্যে মাসে আঠারোশো টাকা মাইনের একটা প্রাইভেট কার-এর ড্রাইভারি। ...থাকা খাওয়া ফ্রি, তাই কোনমতে টিকে আছি। কেন বলতে পারল না অনুর মতো অকপট সহজতায়? কোন খানে সেই বাধা? ওইটুকু বলতে পারলেই তো বলা যেত। "একটা ভুলের বোঝা নিয়ে চলে যাসনে অনু, জেনে যা তোর জিনিস তোরই আছে।" ওইটুকু বলতে না পারার জন্যে, চিরতরে হারিয়ে যাওয়া অনুকে কাছে পেয়েও— দ্বিতীয়বার চিরতরে হারিয়ে ফেলল।...আর এবার সে হারিয়ে গেল আসানসোলের সুভোকে পুরোপুরি হারিয়ে দিয়ে—! দৈবাৎ আবার যদি কোনওদিন দেখা হয়, তখন কি নতুন করে বলতে পারবে, অনু তুই আমার যে রংধাবড়ানো ছবিখানা নিয়ে গেছলি সেটা ছিঁড়ে ফেলে দে! ওটা মিথ্যে, ফাঁকি।

নিজের কাছেই নিজেকে দুর্বোধ্য লাগছে! কেন অকারণ সে সত্য গোপন করল? অথবা বলা যায়, ভয়ঙ্কর একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিল? কেন? কেন? .....

কিন্তু বেশিক্ষণ কি ভাবতে পেল?

সেই অসহিষ্ণু অধৈর্য হর্ন-এর শব্দটা যেন রাস্তার উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে! ...হারিয়ে ফেলে পাওয়া অপরের সেই ব্যাগটাকে উঁচু করে তুলে ধরে দ্রুত রাস্তা ক্রশ করতে থাকে, সুভো নয়, সৌভাগ্য নয়, শুধু মুখার্জি!

একশো পাওয়ারের আলো জ্বলে ওঠা মুখে অভিনন্দন ফুটে উঠল "পেয়েছ? বাহাদুর ছেলে! ...দেরি দেখে তো ভাবছিলাম—খুব হ্যারাস করল বুঝি?"

"আর বলবেন না—"

আবার অহেতুক একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিল সে। বলে উঠতে পারল না, "না না, সেসব কিছু না! লোকটা অতি ভদ্র। হঠাৎ একজন চেনাজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়—"

কী এমন ক্ষতি হত তাতে? ...এমন কি হয় না, পুরনো চেনাজনকে হঠাৎ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, স্মৃতি আলোড়িত হয়ে দেরি হয়ে যায় না? তবে কেন সৌভাগ্য সত্যের উপর এমন অহেতুক একটা আবরণ দিল? সব, সবটাই ভুলভাল হয়ে গেছে।

এখন ভয়ঙ্কর একটা আত্মগ্লানিতে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। ...ছুটে ফিরে

যেতে ইচ্ছে করছে, সেই চলে যাওয়া সময়টার কাছে।...ঠিক যে সময়টায়—হঠাৎ অনু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বিহ্বলভাবে বলে উঠেছিল, "সুভো! তুই! এখানে?"

সুভোও তো তেমনই বিহ্বল—হঠাৎ নিজেকে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সৌভাগ্য নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সেটা কি সত্যি? ...না স্বপ্ন? অথবা একটা মিথ্যে ঘোর?"

সত্যিই কি ঘটেছিল এটা? আসানসোলের সেই অনেক বিদ্যা অনেক গুণের অধিকারিণী পাড়ার ডাকসাইটে মেয়ে অনন্যা ঘোষ সহসা মাটি ফুঁড়ে ওঠার মতোই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে কলকাতার এই জনাকীর্ণ মোড়ে একটা 'একক নাটক' অভিনয় করে গেল ...আর তারপরই সহসা বাতাসে ভেসে শূন্যে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল—সেই তার কপালে ওড়াউড়ি করা—ঝুরো ঝুরো চুল, আর ভুরুর উপর নিকষ কালো তিলটা নিয়ে। হ্যাঁ। হ্যাঁ তাই!

স্বপ্নই! অথবা—

ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যে অপূর্ব একটা আরাম পেল সৌভাগ্য।...

দায়হীন একটা মুক্তির আনন্দে, নিজেকে পালকের মতো হালকা লাগল। যেন একটা জটিল গ্রন্থির গিঁঠ আলগা হয়ে গিয়ে—ঠিক হয়ে গেল!

এখন হয়ত ঘাড় ফিরিয়ে তার মনিবানিকে জিগ্যেস করতেও পারতে পারে, আপনার ব্যাগের মধ্যের সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?